বাংলা বানান: ণ-ত্ব বিধান

Course name: Funtional Bangla

Motasim Billah

ণ-ত্ব বিধান

- বাংলা ভাষায় মূর্ধন্য-ণ এর ব্যবহার তেমন নেই। খাঁটি বাংলা শব্দ বা তদ্ভব শব্দে ‘ণ’ হয় না।
- অর্ধ-তৎসম, দেশি বা বিদেশি শব্দেও ‘ণ’ ব্যবহৃত হয় না।
- বাংলা ভাষায় বহু তৎসম শব্দ বা সংস্কৃত শব্দে মূর্ধন্য-ণ এবং দন্ত্য-ন এর ব্যবহার রয়েছে এবং তা বাংলায় অবিকৃতভাবে রক্ষিত হয়।
- তৎসম শব্দের বানানে ণ-এর সঠিক ব্যবহারের নিয়মই ণত্ব বিধান।

ণ-ত্ব বিধান/ ণ ব্যবহারের নিয়ম

- ঋ, র, ষ- এই তিনটি বর্ণের পর তৎসম শব্দের বানানে মূর্ধন্য-ণ হয়। ঋণ, তৃণ, বর্ণ, বর্ণনা, কারণ, মরণ, ব্যাকরণ, ভীষণ, ভাষণ, উষ্ণ, রণ, ঘৃণা ইত্যাদি।
- ঋ, র, ষ- এর পর স্বরবর্ণ, ক-বর্গ, প-বর্গ অথবা ষ, য়, ব, হ, ং (অনুস্বার) থাকলে তার পরবর্তী ন মূর্ধন্য-ণ হবে। কৃপণ (ঋ-কার+প+ণ), হরিণ, অর্পণ, লক্ষণ, রুক্ষ্মিণী, ব্রাহ্মণ, ভক্ষণ, রেণু, পাষাণ, নির্বাণ, দর্পণ, গ্রহণ ইত্যাদি।
- ট-বর্গের (ট, ঠ, ড, ঢ, ণ) পূর্বে দন্ত্য-ন মূর্ধন্য-ণ হয়। যেমনঃ বন্টন, লুন্ঠণ, খন্ড, কান্ড, ঘন্টা ইত্যাদি।
- প্র, পরা, পরি, নির- এই চারটি উপসর্গের পরবর্তী দন্ত্য ‘ন’ মূর্ধন্য ‘ণ’ হবে। যেমনঃ প্রণাম, প্রমাণ, পরায়ণ, পরিণতি, নির্ণয় ইত্যাদি।

কতোগুলো শব্দের স্বভাবতই ‘ণ’ হয়ঃ

চাণক্য মাণিক্য গণ বাণিজ্য লবণ মণ
বেণু বীণা কঙ্কণ কণিকা।
কল্যাণ শোণিত মণি স্থাণু গুণ পুণ্য বেণী
ফণী অণু বিপণি গণিকা।
আপণ লাবণ্য বাণী নিপুণ ভণিতা পাণি
গৌণ কোণ ভাণ পণ শাণ।
চিক্কণ নিক্কণ তূণ কফণি (কনুই) বণিক গুণ
গণনা পিণাক পণ্য বাণ।

যে সকল স্থানে ‘ণ’ ব্যবহৃত হয় না

- ত-বর্গীয় (ত, থ, দ, ধ, ন) এর পূর্বে সংযুক্ত বর্ণে দন্ত্য ‘ন’ হয়, কিন্তু ‘ণ’ হয় না। যেমন: দৃষ্টান্ত, অন্ত, গ্রন্থ, ক্রন্দন, বন্ধন ইত্যাদি।
- সমাসবদ্ধ শব্দে সাধারণত ‘ণ’ ব্যবহৃত হয় না, দন্ত্য-ন ব্যবহৃত হয়। ত্রিনয়ন, সর্বনাম, দুর্নীতি, দুর্নাম, দুর্নিবার, পরনিন্দা, অগ্রনায়ক ইত্যাদি।
- তদ্ভব, দেশি এবং বিদেশি শব্দে ‘ণ’ ব্যবহৃত হয় না।

মূর্ধন্য-ণ/ দন্ত্য-ন ?

উত্তরায়...

রসায়...

পরাগায়..

পলায়..

অপরাহ...

সায়াহ...

চিহ..

মূর্ধন্য-ণ/ দন্ত্য-ন ?

উত্তরায়...	উত্তরায়ণ
রসায়...	রসায়ন
পরাগায়..	পরাগায়ণ
পলায়..	পলায়ন
অপরাহ...	অপরাহ্ণ ----~~অপরাহ্ন~~
সায়াহ...	সায়াহ্ন
চিহ..	চিহ্ন--- ~~চিহ্ণ~~

ধন্যবাদ